আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল দু'আ ও মুনাজাত পালন করেছেন এবং করতে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলির আলোচনায় একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। দু'আ ও মুনাজাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করায় পুস্তিকাটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

মুনাজাতের গুরুত্ব আমরা কমবেশি জানি। তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আচরিত ও শেখানো মুনাজাতগুলি সম্পর্কে আমাদের দেশের অধিকাংশ দ্বীনদার মুসলিম অবগত নন। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিম ও আলিম এ বিষয়ে আগ্রহীও নন। বিষয়টি দুঃখজনক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক শেখানো মুনাজাতগুলি পালনের মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাওয়াব, মর্যাদা, বরকত ও কবুলিয়্যত। এ ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহী হওয়া দরকার।

এই পুস্তিকাটিতে নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে পালনীয় প্রায় অর্ধ শত মাসনূন মুনাজাত সহীহ্ হাদীসের আলোকে সংকলন করা হয়েছে। আশা করি আমার সকল মুহিব্বীন, মুবাল্লিগীন এবং সর্বস্তরের সকল আলিম ও দ্বীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং এ সকল মাসনূন মুনাজাত অর্থসহ মুখস্থ করে মাসনূন আদব ও পদ্ধতিতে আদায় করবেন।

আল্লাহ তাবারাকা ও তায়ালা লেখকের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এই বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল ইবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

সূচীপত্র

ভূমিকা /৫
১. মুনাজাত ও দু'আ /৭
২. মুনাজাত বনাম নামায /৭
৩. দু'আ-মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত /৮
৪. মুনাজাত বনাম মাসনূন মুনাজাত /১২
৪. ১. সুন্নাত বনাম জায়েয ও ফযীলত /১২
৪. ২. মুনাজাতের মাসনূন পদ্ধতি /১৫
৪. ২. ১. সাধারণ কিছু নিয়ম ও আদব /১৫
৪. ২. ২. দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত উঠানো /১৬
৪. ২. ৩. দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত না উঠানো /১৭
৪. ২. ৪. দু'আর পরে দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা /২০
৪. ২. ৫. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া /২১
৪. ২. ৬. দু'আর সাথে আমীন বলা /২২
৪. ৩. মুনাজাতের মাসনূন সময় /২৩
৫. নামাযের মধ্যে মুনাজাত /২৩
৫. ১. সানার সময়ে দু'আ-মুনাজাত /২৩
মাসনূন মুনাজাত-১- ২ /২৪-২৫
৫. ২. সাজদার মধ্যে দু'আ ও মুনাজাত /২৫
মাসনূন মুনাজাত-৩- ৫ /২৬-২৭
৫. ৩. সালামের আগে দু'আ-মুনাজাত /২৭
মাসনূন মুনাজাত-৬-১১ /২৮-৩২
৫. ৪. বিত্‌র-এর কুনূতের দু'আ /৩২
মাসনূন মুনাজাত-১২ /৩৩
কুনুতের মুনাজাতে হাত উঠানো বা না উঠানো /৩৪
৬. নামাযের পরে মুনাজাত /৩৫
৬. ১. ফরয নামাযের পরে যিক্‌র ও মুনাজাতের গুরুত্ব /৩৫
৬. ২. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম /৩৭
৬. ৩. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র /৩৭
৬. ৪. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুনাজাত /৩৭
মাসনূন মুনাজাত-১৩-৩৪ /৩৭-৪৭
৬. ৫. নামাযের পরে যিক্‌র-মুনাজাতের মাসনূন পদ্ধতি /৪৭
৬. ৬. নামাযের পরে জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত /৪৮
৬. ৬. ১. অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক /৪৮
৬. ৬. ২. মুনাজাত বনাম জামাতবদ্ধ মুনাজাত /৫১
৬. ৬. ৩. মুনাজাত বনাম হাত তুলে মুনাজাত /৫৩
৭. আরো কিছু মুনাজাত /৫৮
মাসনূন মুনাজাত-৩৫-৪৭ /৫৮-৬৪
শেষ কথা /৬৪

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه أجمعين.

মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত দু'আ বা মুনাজাত। আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে মুনাজাত করি। মুনাজাতের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথমত, 'দু'আ-মুনাজাত' একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনো ভাষায়, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো অবস্থায় মুমিন আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে পারেন। এতে দু'আর মূল ইবাদত পালিত হবে এবং বান্দা সাওয়াব ও পুরস্কারের আশা করবেন।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো কথা দ্বারা মুনাজাত করলে মুমিন মাসনূন বাক্য ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবেন। এ ছাড়া মাসনূন বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে মুমিন অতিরিক্ত বরকত ও মহব্বত লাভ করবেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার বেশি আশা করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, মাসনূন মুনাজাতগুলির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কিছু মুনাজাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন বা পালন করেছেন নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে। আবার কিছু মুনাজাত তিনি সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিন যে কোনো মাসনূন মুনাজাত যে কোনো সময়ে আদায় করতে পারেন। এতে মাসনূন মুনাজাত ব্যবহারের সাওয়াব ও বরকত লাভ করবেন। আর নির্ধারিত সময়ের নির্ধরিত মুনাজাত ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সুন্নাত পালনের মর্যাদা লাভ করবেন।

চতুর্থত, মুনাজাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে পারলে মুমিন মাসনূন পদ্ধতি পালনের অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত ও কবুলিয়্যাত লাভ করবেন।

পঞ্চমত, দু'আ-মুনাজাত করার বিশেষ বিশেষ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলির অন্যতম হলো নামায। তিনি নামাযের মধ্যে ও পরে বিশেষভাবে দু'আ-মুনাজাত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাতে বা অন্যান্য সময়ে দু'আ-মুনাজাত করার সুযোগ অনেকেরই হয় না। পক্ষান্তরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমরা সকলেই আদায় করি। এ সময়ের মাসনূন মুনাজাতগুলি আদায় করা আমাদের জন্য সহজ এবং এভাবে আমরা বিশেষ সাওয়াব, ফযীলত ও কবুলিয়্যত লাভ করতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যায়ের সুন্নাত পালনের লক্ষ্যেই এই পুস্তিকাটি রচনা। এতে মুনাজাতের সাধারণ ফযীলত ও আদব আলোচনা করার পরে নামায কেন্দ্রিক মাসনূন মুনাজাত ও আদব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু সহীহ বা হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি । কোনো যয়ীফ সনদের হাদীস প্রসংঙ্গত উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথাও উল্লেখ করেছি। টীকায় উল্লিখিত

بسم الله الرحمن الرحيم

মুনাজাত ও নামায

১. মুনাজাত ও দু'আ

দু'আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি। এই অর্থে আরবীতে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয় : (১). سؤال অর্থাৎ চাওয়া বা যাচ্ঞা করা (ask, pray, beg) ও (২). دعاء অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। এছাড়া আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়,তা হলো : مناجاة 'মুনাজাত' বা চুপেচুপে কথা বলা (whisper to each other, carry on a whispered conversation, converse intimately)।

আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্র ও প্রার্থনাকেই 'মুনাজাত' বলা হয়। অনেক সময় আমরা মুখে দু'আ পাঠকে দু'আ মনে করি এবং হাত তুলে দু'আ পাঠকে মুনাজাত মনে করি। এগুলি সবই আমাদের মনের ধারণা মাত্র। হাদীসের আলোকে এবং আরবী ভাষার সকল প্রকারের দু'আ ও যিক্রই মুনাজাত। আমরা এই পুস্তিকায় সকল প্রকারের দু'আর জন্যই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহার করব।

২. মুনাজাত বনাম নামায

আরবী 'সালাত'-কে ফার্সী ভাষায় 'নামায' বলা হয়। সালাত বা নামায মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত ও ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। অপরদিকে দু'আ ও মুনাজাত বান্দার সাথে আল্লাহর মূল সম্পর্ক। যত গোনাহ ও অবাধ্যতাই করি না কেন, আমরা সকলেই আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার সদা প্রত্যাশী এবং সর্বদাই তাঁর কাছে আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অভাব ও প্রয়োজন জানাতে আগ্রহী। সালাত বা নামাযই হলো দু'আ-মুনাজাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও সময়। সালাত অর্থই দু'আ। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, সালাতের মধ্যে ও পরে তিনি বিশেষভাবে দু'আ করেছেন, দু'আ করতে উৎসাহ ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ সময়ের দু'আ কবুল হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্য সময়ে না হলেও, অন্তত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে ও পরে যদি আমরা সুন্নাতের নির্দেশানুসারে দু'আ-মুনাজাত আদায় করতে পারি তবে আমরা অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের সাথে সাথে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর সঠিক পথ পেয়ে যাব।

হাদীস শরীফে পুরো নামাযকেই মুনাজাত বলা হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

"যখন কেউ নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে।"[১]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন:

إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ إِنَّمَا يَقُوْمُ يُنَاجِيْ رَبَّـهُ، فَلْيَنْظُـرْ كَيْـفَ يُنَاجِيْـهِ [فَلْـيَـنظرْ مَا يُنَـاجِيْهِ بِهِ]

"যখন কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে বা গোপন আলাপে রত থাকে; কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত কিভাবে এবং কী বলে সে তাঁর সাথে মুনাজাত বা আলাপ করছে।"[২]

অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে বুঝে শুনে নামাযের সব কিছু পাঠ করতে হবে। না বুঝে, আন্দাযে বা অমনোযোগিতার সাথে নয়।

৩. দু'আ-মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

কুরআন-হাদীসে দু'আ ও মুনাজাতের জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি।

(১). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

"আমি আমার বান্দার ধারণার নিকট থাকি। আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[৩]

(২). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী (ﷺ) বলেছেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আ বা প্রার্থনাই হলো ইবাদত।"[৪]

(৩). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।"[৫]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯০।

[২] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/২৪১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৬১; মালিক, আল-মুয়াত্ত ১/৮০। হাকিম ও যাহাবী উভয়েই হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৭।

[৪] হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২১১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৭৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৫৮; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৭।

(৪). উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"যমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করলে - যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু চায় না - আল্লাহ তাঁর দোয় কবুল করবেনই। তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। অথবা তৎপরিমাণ তাঁর কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন।"[৬]

(৫). হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ

"যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে তা দিবেনই। তাঁকে তা সঙ্গে সঙ্গে দিবেন অথবা আখিরাতের জন্য তা জমা রাখবেন।"[৭]

(৬). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تعجل لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نكثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

"যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করে তাঁকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তাঁর প্রার্থিত বস্তুই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তাঁর প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তাঁর আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তাঁর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি

---

৫ হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৫৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৫৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৫১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৮১।

৬ হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬৬; হাকিম; আল-মুসতাদরাক ১/৬৭০।

৭ আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪৪৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৮; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৭৪-৪৭৫। মুনযিরী ও হাইসামী হাদীসটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

(প্রার্থনা পূরণ করবেন)।[৮]

কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু'আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ ও মর্যাদা দেখবে তখন কামনা করবে যে, যদি আল্লাহ তাঁর কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে না দিয়ে সব প্রার্থনাই আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন তাহলে কতই না ভালো হতো![৯]

(৭). হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[১০]

(৮). হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا (بذنب يصيبه)

"দু'আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।"[১১]

(৯). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ يُغْنِيْ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ وَإِنَّ الْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি (ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী। আসমান থেকে বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাঁধা দেয় এবং তারা উভয়ে

---

৮ হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/১৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৭০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৭-১৪৮।

৯ মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৭৫-৪৭৬।

১০ হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৭১;, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৬০; ১৬৩; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩৭-৪০; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৭৭।

১১ হাদীসটি সহীহ। হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৭০; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৪৮।

কেয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। (কোনো অবস্থাতেই দু'আ বিপদকে নিচে নেমে আসতে দেয় না)"।[১২]

(১০). আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ

"সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।"[১৩]

(১১). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু বিপদগ্রস্থ মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন :

أَمَا كَانَ هَؤُلَاءِ يَسْأَلُونَ اللهَ الْعَافِيَةَ

"এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে না?"[১৪]

(১২) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে।"[১৫]

(১৩) বিপদ-কষ্টের কথা আমরা মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা মনের কষ্ট লাঘব করতে চাই। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস হলো তার সকল কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের আশ্রয়। ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ

---

[১২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৭০; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/২৩৪; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৭৮। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[১৩] হাদীসটি সহীহ। আব্দুল গনী মাকদিসী, কিতাবুদ দু'আ পৃ. ১৪১; তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ২/৪২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৬-১৪৭; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ২/১৫০; সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/২৩৮।

[১৪] হাদীসটির সনদ সহীহ। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৭।

[১৫] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৭৬; মাকদিসী, আল-মুখতারা ৫/৯; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৪১-৪২। হাদীসটির সনদ সহীহ।